যুগান্তর

21 MAR 2013

ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

মোহনগঞ্জে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২৫০ শিক্ষার্থী পাঠ্যবই পায়নি

মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

শিক্ষা বছরের প্রায় ৩ মাস পেরিয়ে গেলেও মোহনগঞ্জে মাধ্যমিকের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২৫০ শিক্ষার্থী একটি বইও পায়নি। তাছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর হাতেও পুরো সেট বই পৌঁছেনি। বই না পাওয়ার কারণে এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, ১ জানুয়ারি সরকার ঘোষিত বই দিবসে মোহনগঞ্জেও বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। কিন্তু সর্বত্রই বিদ্যালয়ে চাহিদামাফিক বই না দেয়ায় বছরের শুরু থেকেই বই সংকট লেগেই আছে। জানা গেছে, উপজেলা সদরের পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৮০ জন, পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ জন, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৫ জন, বুরুশিমূল উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ জনসহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২৫০ শিক্ষার্থী এখনও পর্যন্ত কোন বই পায়নি। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী নিতু আক্তার, জেসমিন আক্তার, সুমাইয়া আক্তার রাত্রিসহ অনেক শিক্ষার্থী জানায়, পাঠ্যবই না পেয়ে নোট-গাইড কিনে লেখাপড়া চালাতে হচ্ছে। কিন্তু ওই নোট গাইডে পুরো গদ্য বা বিষয় না থাকার কারণে সবকিছু অনুমানভাবে বোঝা যায় না বলে ওই শিক্ষার্থীরা জানায়। এদিকে, বই না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ নিলে বইয়ের সংকট হতো না। বই সংকট মোকাবেলায় এখনই বই ভাগাভাগি করে দু'জনকে দিয়ে চাহিদা মেটানো হচ্ছে বলে শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীতেশ চন্দ্র পাল জানান। মোহনগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ জাহান, পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মিজবাহ উদ্দিন, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী রফিকুর রহমান বই সংকটের সত্যতা স্বীকার করে জানান, বার বার তাগিদ দিয়েও বই পাওয়া যাচ্ছে না। মোহনগঞ্জে বই সংকটের সত্যতা স্বীকার করে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক বুধবার জানান, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর দু'শতাধিক সেট বই পেলে সমস্যা মিটবে। তবে এজন্য একটু সময় লাগবে বলে তিনি জানান।